

# তাদরীস

## প্রতিষ্ঠাতা ও চিরস্থায়ী মুতাওয়াল্লী

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর” চিরস্থায়ী সাইয়্যিদ ও ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়া, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্বাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ

সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)

## সভাপতি

শাহ সূফী সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

## মহাসচিব ও অর্থ সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির জাহিদ হাসান শাকির হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

## সহ-সভাপতি

শাহ সূফী আবুল খায়ির ফারুক আহমেদ হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

## সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি

## যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিচালক

শাহ সূফী আবুল খায়ির হাসিবুল হাসান হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

## প্রচার সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

## উপদেষ্টামণ্ডলী

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর দরবার শরীফের সকল মুরীদ-ভক্ত, আশিক-জাকির

# সূচীপত্র

- ❁ তাফসীর-ই-ওয়াজীহ ----- ৬
- ❁ পবিত্র শবে বরাত ----- ৮
- ❁ হযরত ঈর কারণে পুরো কায়োনাত সৃষ্টি হয়েছে ----- ১৯
- ❁ তাদরীসুল আহাদীস ----- ২৭
- ❁ দিওয়ান-ই-হাসেমী ----- ৩১

## তাদরীসের মূলনীতিঃ

তাদরীস তথা ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর মূলনীতি হল এই যে, আমরা আমাদের প্রাণের আকা, তাজিদার-ই-মদীনাহ, সরকার-ই-দ'আলম, নূর-ই-মুজাহ্ছাম, হাবীব-ই-কিবরিয়া, সাইয়্যিদিনা হুজুরে পরনূর ঈর শান ও মান তুলে ধরার জন্য, মুরশিদ ক্বিবলার শান ও মান তুলে ধরার জন্য সকল প্রয়াস গ্রহণ করব। আমাদের সকল লেখাই হবে শান-ই-রিসালাত ও শান-ই-বিলয়াত এর প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন! আমীন।

## প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ- হাসেমী রিসার্চ একাডেমি

## পরিবেশনায়

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্সটিটিউট

শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ফোনঃ ০১৫৩০২২২৪৬, ০১৭৭১৯৬১১৮

E-mail: hashemiresearchfoundation@yahoo.com

হাদিয়াঃ ১৫ টাকা

➤ **প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লি :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর” চিরস্থায়ী ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুনী, হাবীবিনা, শাফীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ আল-ফরুক্বী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) নানুপুরী, চাঁদপুরী, ঢাকা আহমদপুরী, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুরী, নারায়ণগঞ্জী, মুসী, সুন্নী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী মুজাদ্দিদী, মোহাম্মদী (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)।

➤ **মহাপরিচালক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণীমার রওদ্দাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

➤ **প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, চাঁদপুরী, কুমিল্লায়ী, বি.এ, বি.এড, ডি.এস এম.এস. (প্রাক্তন সচিব পর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়)।

➤ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর খলীফা” হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির শাকীর মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ফারুকী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’

শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **উপ-মহাসচিব (উপ-মহাসম্পাদক) :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **দাতা ও অর্থ সম্পাদক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ আবু সাঈদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আহমদপুর (যাত্রাবাড়ি) ঢাকা। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **প্রচার সম্পাদক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী

নন্দলালপুর, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। বি.এ.  
এম.এ।

➤ **প্রধান উপদেষ্টাঃ** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদিয়া তুরীক্বাহুর খলীফা”, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাকীর বায়েজীদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাওজিঃ)

আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ,অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণী’মার রওছাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

❖ উপদেষ্টা মন্ডলী ❖

১. "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীকাহুর খলীফা", নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মার্গিজ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)।

২. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ” খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরেফীন সানী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাওজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কতবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

৩. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ” খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শরফদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মার্জিজ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লয়া) চাঁদপুরী, ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কতবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

৪. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্বাহ, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

**৫.প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুহ” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির শরীফ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (কামিল, বি.এ.) ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ((ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)।

৬. প্রাক্তন উপদেষ্টা : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহু” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসল আরেফীন আওয়াল হাসেমী

ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, চাঁদপুরী, '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

## প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা :

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট” শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

আমার মুরশিদ ক্বিবলাহু কৰ্ক্ আদিষ্ট ও অনুমোদিত।

নিবেদক : আমি আহ্কার (আমি গুনাহ্ গার)

গবেষণা, রচনা ও সম্পাদনা : উস্তাজুল আছতিজা হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)।

সৌজন্যে : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্ এঁর দরবার শরীফ”, “মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী”, “মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া” ‘রাণী মা’র রওছাহ শরীফ, '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় : ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট, শাহী মহল্লা শরীফ।

## পাণ্ডিত্য

✽ আখ্ফা-ই-মোহাম্মদীয়া দরবার শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ খাদিজ মার রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শরীফের রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট : শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ রাণী মা এঁর রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শাহী হোমিও ক্লিনিক, শাহী বাজার, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্ দরবার শরীফ, ০১৯২৮৯৬৩৭১৫, ০১৬৮০০০৮৭৮৮. শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মোহাম্মদীয়া বায়ান্দী দোকান : (নাসিরুদ্দীন ভাই) ০১৭১৬৫২০৯১২. নিউ আলাউদ্দীন সুপার মার্কেট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

✽ শাহী কম্পিউটার সেন্টার : (হোসাইন ভাই) কাজী খোরশেদ গ্লাজা, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৩৭৯৪১৯১৩, ০১৯২৩৮৩৭৫৪৫

✽ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্ এঁর হোমিও ক্লিনিক, হাসানাবাদ, কেরানীগঞ্জ।

✽ মেসার্স ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৬ পুরানা পল্টন লাইন, (বিজয় নগর) ঢাকা ১০০০।

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭

## ভূমিকা

'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) একটি গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা যা শরীয়ত ও তুরীক্বত বিষয়ক তথ্যনির্ভর, গবেষণামূলক মৌলিক ও অনুদিত রচনা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, আলিম ও স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও তুরীক্বতের আলো সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন সকল সময়েই সকল সমাজে অনুভূত হয়। তাই 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র উদ্যোগে হাসেমী রিসার্চ একাডেমি' এর পরিবেশনায় 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট' তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করে থাকে।

## উদ্দেশ্য

শরীয়তের পাশাপাশি তুরীক্বতের গবেষণা ও আলোচনা দিন দিন মানুষের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আলেম সমাজও তুরীক্বত-তাছাউফ বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে শরীয়তের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষ সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূরনবী ﷺ এর ফয়েয ও বরকতে ও আমাদের প্রাণের মামদূহ, আল্লাহর মাহবুব, তাজিদার-ই-বাংলা, নকশা-ই-নবী, সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ এর নেগাহ ও 'করমে' ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করা হচ্ছে।

## সম্পাদকের বানী

পবিত্র জিলক্বদ মাস বছর ঘুরে আবার আমাদের কাছে এসেছে। এই মাসের মাহাত্ত্ব নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিশেষ করে যারা ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুরীদ-খলিফা, ভক্ত ও অনুসারী, তাদের কাছে এই মাস নিজের মর্মে প্রশান্তির বার্তা বয়ে আনে। কর্নকূহরে বাজায় ওয়াজীহ'র গান। কেননা এ মাসেই পৃথিবীতে মানব সূরতে এসেছেন اللَّهُ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ وَجِيهًا "ওয়া কানা ইনদাল্লাহি ওয়াজীহা" এবং "كُلُّ شَيْءٍ وَجِيهًا" "কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহ" আয়াতদ্বয়ের এর জলওয়াগার, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ "ওয়াত্তাবি" সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়া" আয়াতের মেসদাক আমাদের প্রাণপ্রিয় মামদূ "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ'র" চিরস্থায়ী ইমাম, আমার ও আমাদের প্রাণের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ। তিনি আগমন করে পৃথিবীকে করেছেন ধন্য। তাঁর পদধুলিতে বাংলা ও বাংলার জমিন হয়েছে সোনার চেয়ে খাঁটি। আমীর-ই-শরীয়ত, ইমামুত তুরীক্বত, আমাদের মামদূহ ক্বিবলা মুরিদের ক্বলবের শান্তি। আমাদের প্রাণের মামদূহ সারা জীবন পবিত্র শব-ই-বরাত পালন করেছেন। তাই আমরাই মামদূহ ক্বিবলার সুন্নত অনুসরণ করে সুন্নতে রাসূল পবিত্র শব-ই-বরাত পালন করে থাকি। এই সংখ্যা শব-ই-বরাতকে কেন্দ্র করে। তাই শব-ই-বরাত সম্পর্কে তথ্যবল্ল ও গবেষণা লব্দ বিষয় প্রকাশ করেছে। সাথে সাথে ই সংখ্যা থেকে হাদীস শরীফের বিশাল সম্ভার "আল ফযুযাতুল ওয়াজীহিয়া মিনাল আহাদিসিন নববীয়াহ" সংযোজন করা হলো যাতে আমাদের আকীদা ও মাহাবের প্রমাণ হাদীস শরীফ থেকে দেয়া হয়েছে। আশা করি পাঠকের ভালো লাগবে।

আমীন!!!

# مفتح المفاتيح من التفسير الوجي

## বাকসীর-ই-ওয়াজীহ (৭)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃআঃ)

প্রশংসাকারীর সকল প্রশংসার মালিক মহান আল্লাহ পাক। যার প্রশংসার চূড়ান্ত পর্যায় প্রকাশ করেছেন তারই নিকটতম প্রশংসাকারী মোহাম্মদ ﴿ﷺ﴾। এই জন্য যে, সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালক, প্রতিরক্ষাকারী সংরক্ষনকারী যার রুবুবিয়াতের আওতায় তাঁর সৃষ্টি সব। তারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত সৃষ্টির সব প্রাণী জগৎ।

অত্র আয়াতে الحمد শব্দটির কিছু তাহকীক নিম্নে দেয়া হল-

ح - م - د এর মূল বর্ণ

مَحْمَدٌ বা مَحْمَدٌ বা مَحْمَدًا বা مَحْمَدًا - سمع বাবে حمدة যার অর্থ হলো মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশংসা করা। আদেশের উপর ও মর্যাদার কারণে মত পরিবর্তন করা। প্রশংসার ক্ষমতা লাভ করা। প্রশংসার জন্য মনকে প্রস্তুত করা। যিনি প্রশংসা করবেন তিনি সীমীত যার প্রশংসা করবেন তিনি অসীম হতে পারেন। প্রশংসার জন্য সৃষ্টি যিনি প্রশংসা পাওয়ার অধিকার রাখে তিনি স্রষ্টা, খালেক, মালেক বা মনিব হতে পারেন।

তাই যিনি প্রশংসা করবেন তাঁর কমপক্ষে প্রশংসা করার বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ভাষা হুন্দ (আইকিউ) থাকতে হবে। বিশেষ করে যার সম্পর্কে প্রশংসা করবেন তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও তাঁর যাবতীয় স্বভাব চরিত্র মমত্ব প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। মিথ্যা ও বানোয়াট সঠিক ধারণা ছাড়া যাই বলার চেষ্টা হয় ১০০% হয় চামচামী, মিথ্যা ও ধোঁকামূলক অধ্যায় রচনা করা হয় ১০০% এর মধ্যে ৯৯.৫%। ০.৫% ভাগ উপস্থাপনার ভাব দেখানো মাত্র।

কোন জিনিষের সঠিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ তাহকীক জানা না থাকলে কোন মিথ্যা বলার মধ্যে বাহাদুরী নাই। আর এই ধরনের পর্যায় প্রশংসার ধারে কাছে যাওয়াই হবে পৃথিবির সব চাইতে বড় বোকামী।

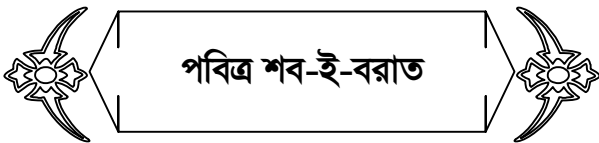
যার প্রশংসা করা হবে তাঁর সাথে প্রশংসাকারীর সুসম্পর্ক থাকতে হবে। তাই তুমি যার প্রশংসা করবে তাঁর সাথে তোমার কতটা গভীরতা ও কতটা সুসম্পর্ক আছে বা তুমি তাঁর কী হও, তিনি তোমার কী হন, তোমার ক্ষমতা কতখানি যার প্রশংসা করবে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে ও তোমার সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে। তুমি যা যা উপস্থাপনা করছ তিনি ও তোমার উপস্থাপনার পর্যায় বা তোমার প্রশংসা শুন্যার বুঝার আগ্রহ কতখানি তাও জানতে হবে। তা নাহলে তোমার প্রশংসা তোমারও তাঁর কোন লাভ বা ক্ষতি হবে না হিসেবে মিলবে জিরো টু জিরো। বরং এতে ক্ষতির সম্ভবনাই বেশী হবে পারে। এই ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের বিকল্প আর কিছু নাই।

الحمد لله رب العالمين যার অর্থ বার বার আল্লাহর প্রশংসা করে বলা। অর্থাৎ যে যাকে ভালো বাসে তার কথাই বার বার উপস্থাপনা করে এটাই حَمْد এর তাহকীকে বলে।

أَحْمَد - প্রশংসার জন্য নিজের মনকে সঠিক জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা, কোন বস্তু ব্যক্তি স্থানের যথার্থ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশংসাকারী নিজেকে যোগ্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেহ মন একত্র করে প্রস্তুত করা।

حَمْد - কাউকে কাউকে তার যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত গ্রহণ করা। এখানে অর্থ হলো যার মর্যাদা যতখানি তার যথার্থ মর্যাদার ক্ষেত্রগুলো হেকমতের সাথে প্রকাশ করা। তা না হলে প্রশংসার মর্যাদার মর্যাদার হানি হতে পারে।

(চলবে.....)



## পবিত্র শব-ই-বরাত

১৪ই শা'বান দিবাগত রাতটি হচ্ছে পবিত্র শবে বরাত বা বরাতের রাত্রি কিন্তু অনেকে বলে থাকে কুরআন-হাদীছের কোথাও শবে বরাত শব্দ নেই। শবে বরাত বিরোধীদের এরূপ জিহালতপূর্ণ বক্তব্যের জবাবে বলতে হয় যে, শবে বরাত শব্দ দু'টি যেরূপ কুরআন ও হাদীছ শরীফের কোথাও নেই তদ্রূপ নামায, রোযা, খোদা, ফেরেশতা, পীর ইত্যাদি শব্দ কুরআন ও হাদীছ শরীফের কোথাও নেই। এখন শবে বরাত বিরোধী লোকেরা কি নামায, রোযা ইত্যাদি শব্দ কুরআন ও হাদীছ শরীফে না থাকার কারণে ছেড়ে দিবে? মূলত শবে বরাত, নামায, রোযা, খোদা, ফেরেশতা, পীর ইত্যাদি ফার্সী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত। ফার্সী শব্দ অর্থ রাত্রি এবং বরাত অর্থ ভাগ্য বা মুক্তি। সুতরাং শবে বরাত মানে হল ভাগ্য রজনী বা মুক্তির রাত।

মূলতঃ শবে বরাত এবং এর ফযীলত কুরআন শরীফে আয়াত শরীফ এবং অসংখ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন শরীফে শবে বরাতকে লাইলাতুম মুবারাকাহ বা বরকতময় রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীস শরীফে শবে বরাতকে লাইলাতুন নিছফি মিন শা'বান বা শা'বান মাসের মধ্য রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

অর্থঃ "শপথ প্রকাশ্য কিতাবের! নিশ্চয়ই আমি (লাইলাতুম মুবারাকাহ) বরকতময় রজনীতে কুরআন নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমিই সতর্ককারী। আমারই নির্দেশক্রমে উক্ত রাত্রিতে প্রতিটি প্রজ্ঞাময় বিষয়গুলো ফায়সালা হয়। আর নিশ্চয়ই আমিই প্রেরণকারী।"

(সূরা দু'খানঃ ২-৫)

কেউ কেউ বলে থাকে যে, "সূরা দু'খানের উল্লেখিত আয়াত শরীফ দ্বারা শবে ক্বদর-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা উক্ত আয়াত শরীফে সুস্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, নিশ্চয়ই আমি বরকতময় রজনীতে কুরআন নাযিল করেছি.....। আর



কুরআন শরীফ যে কুদরের রাতে নাযিল করা হয়েছে তা সূরা কুদরেও উল্লেখ আছে।"

এ প্রসঙ্গে মুফাসসির কুল শিরোমণি রঈসুল মুফাসসিরীন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেন, "মহান আল্লাহ পাক লাইলাতুম মুবারাকাহ বলতে শা'বান মাসের মধ্য রাত বা শবে বরাতকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ পাক এ রাতে প্রজ্ঞাময় বিষয়গুলোর ফায়সালা করে থাকেন।"

(ছফওয়াতুত তাফাসীর, তাফসীরে খাযীন ৪র্থ খন্ডঃ ১১২ পৃষ্ঠা, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে মাযহারী ৮ম খন্ডঃ ৩৬৮ পৃষ্ঠা, তাফসীরে মাযহারী ১০ম খন্ড)

এখানে সেই সকল তাফসীরের নাম দেয়া হলো যেখানে লাইলাতুম মোবারাকাহ বলতে "শব-ই-বরাত"-কে বোঝানো হয়েছে-

১. তাফসীরে তাবারী (৩১০হি), ২২/৮
২. তাফসীরে শা'লবী (৮৭৬হি), ৮/৩৪৯
৩. তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম (৩২৭হি), ১০/৩২৮
৪. তাফসীরে মাওয়ারদী, (৪৫০হি), ৫/২৪৪
৫. তাফসীরে সাম'আনী (৪৮৯হি), ৫/১২১
৬. তাফসীরে বাগভী, (৫১০হি), ৪/১৭২৫
৭. তাফসীরে যামাখশারী, (৫৩৮হি), ৪/২৬৯
৮. তাফসীরে নাসাফী, (৭১০হি), ৩/২৮৬
৯. তাফসীরে খাযেন, (৭৪১হি), ৪/১১৬
১০. তাফসীরে নিশাপুরী, (৮৫০হি), ৬/১০২

লাইলাতুম মুবারাকাহ দ্বারা শবে বরাতকে বুঝানো হয়েছে তার যথার্থ প্রমাণ সূরা দু'খানের ৪ নম্বর আয়াত শরীফ **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ**। এই আয়াত শরীফের **يُفْرَقُ** শব্দের অর্থ ফায়সালা করা। প্রায় সমস্ত তাফসীরে সকল মুফাসসিরীনে কিরামগণ **يُفْرَقُ** (ইয়ুফরাকু) শব্দের তাফসীর করেছেন ইয়ুকতাবু অর্থাৎ লেখা হয়, ইয়ুফাছলিলা অর্থাৎ ফায়সালা করা হয়, ইয়ুতাজাও ওয়াযু অর্থাৎ বন্টন বা নির্ধারণ করা হয়, ইয়ুবাররেমু অর্থাৎ বাজেট করা হয়, ইয়ুকদ্বিযু অর্থাৎ নির্দেশনা দেওয়া হয়

কাজেই ইয়ুফরাকু -র অর্থ ও তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ দ্বারা শবে বরাত বা ভাগ্য রজনীকে বুঝানো হয়েছে। যেই রাত্রিতে সমস্ত মাখলুকাতের ভাগ্যগুলো সামনের এক বছরের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়, আর সেই ভাগ্যলিপি অনুসারে রমাদ্বান মাসের লাইলাতুল কুদর বা শবে কুদরে তা চালু হয়। এজন্য শবে বরাতকে লাইলাতুত তাজবীজ অর্থাৎ ফায়সালার রাত্র এবং শবে কুদরকে লাইলাতুল তানফীয অর্থাৎ নির্ধারিত ফায়সালার কার্যকরী করার রাত্র বলা হয়।

(তাকসীরে মায়হারী, তাকসীরে খাযীন, তাকসীরে ইবনে কাছীর, বাগবী, কুরতুবী, রুহুল বয়ান, লুবাব)

সুতরাং মহান আল্লাহ পাক যে সুরা দু'খান-এ বলেছেন, " আমি বরকতময় রজনীতে কুরআন শরীফ নাযিল করেছি " এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হল " আমি বরকতময় রজনীতে কুরআন শরীফ নাযিলের ফায়সালা করেছি "। আর সুরা কুদর-এ " আমি কুদরের রজনীতে কুরআন শরীফ নাযিল করেছি " এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হল " আমি কুদরের রজনীতে কুরআন শরীফ নাযিল করেছি "।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক শবে বরাতে কুরআন শরীফ নাযিলের সিদ্ধান্ত নেন এবং শবে কুদরে তা নাযিল করেন।

হাদীছ শরীফেও শবে বরাতে সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نَسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مَنْ عَدَدِ شَعْرِ غَمِّ كَلْبٍ

আম্মাজান হযরত আয়িশা ছিন্দীক্বা রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আল্লাহ পাকের হাবীব হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কোন এক রাত্রিতে রাতযাপন করছিলাম। এক সময় উনাকে বিছানায় না পেয়ে আমি মনে করলাম যে, তিনি হয়ত অন্য কোন স্ত্রী রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-এর হজরা শরীফে তাশরীফ নিয়েছেন।

অতঃপর আমি তালাশ করে উনাকে জান্নাতুল বাক্বীতে পেলাম। সেখানে তিনি উম্মতের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। এ অবস্থা দেখে আমি স্বীয় হুজরা শরীফে ফিরে এলে তিনিও ফিরে এলেন এবং বললেনঃ তুমি কি মনে কর আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার সাথে আমানতের খিয়ানত করেছে? আমি বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ! আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি হয়তো আপনার অন্য কোন জ্বীর ঘরে তাশরীফ নিয়েছেন। অতঃপর হুযুর পাক ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক শা'বানের ১৫ তারিখ রাত্রিতে (শবে বরাতের রাতে) পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন অর্থাৎ রহমতে খাছ নাযিল করেন। অতঃপর তিনি বণী কালবের মেঘের গায়ে যত পশম রয়েছে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করে থাকেন"।

১. সুনানে তিরমিযী, ৩/১০৭, হাদীসঃ ৭৩৯
২. সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৪৪৪, হাদীসঃ ১৩৮৯
৩. মুসনাদে ইসহাক্ক, ২/৩২৬, হাদীসঃ ৮৫০
৪. মুসনাদে আহমাদ, ৪৩/১৪৬, হাদীসঃ ২৬১০৭
৫. আখবারুল মক্কা লিল ফাকেহী (২৭২হি), দারুল খিযির, বৈরুত, ৩/৬৬, হাদীসঃ ১৮০৬
৬. শুয়াবুল ঈমান (৪৫৮হি), ৫/৩৫৫, হাদীসঃ ৩৫৪৩
৭. ফাযাইলুল আওক্বাত (৪৫৮হি), ১/১৩১, হাদীসঃ ২৮
৮. শরহুস সুন্নাহ (৫১৬ হি), ৪/১২৬, হাদীসঃ ৯৯২
৯. উমদাতুল ক্বারী, ১১/৮২
১০. মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৩/৯৬৮
১১. ফয়যুল কাদীর, ২/৩১৬

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (এই রাতে) দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন শুধু মুশরিকদের এবং হিংসুকদের বাদে।

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/৪৪৫, হাদীসঃ ১৩৯০
২. মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক, ৪/৩১৬, হাদীসঃ ৭৯২৩
৩. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ৬/১০৮, হাদীসঃ ২৯৮৫৯
৪. মুসনাদে ইসহাক্ক, ৩/৯৮১, হাদীসঃ ১৭০২
৫. আস-সুন্নাহ লি ইবনে আবী আছেম, ১/২২২, হাদীসঃ ৫০৯
৬. মুসনাদে বাযযার, ৭/১৮৬, হাদীসঃ ২৭৫৪

৭. সহীহ ইবনে হিব্বান, ১২/৪৮১, হাদীসঃ ১২/৪৮১, হাদীসঃ ৫৬৬৫
৮. মু'জামুল আওসাত, ৭/৩৬, হাদীসঃ ৬৭৭৬
৯. মু'জামুল কবীর, ২০/১০৮, হাদীসঃ ২১৫
১০. হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৯১
১১. মাওরিদুয যামান, ১/৪৮৬, হাদীসঃ ১৯৮০

### দোয়া কবুলের রাত

إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسٍ لَيَالٍ , فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ , وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى , وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ , وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ , وَلَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

পাঁচটি রাতে দোয়া কবুল হয়- (১) জুমুয়ার রাত, (২) ঈদুল আযহার রাত (৩) ঈদুল ফিতরের রাত (৪) রজব মাসের প্রথম রাত (৫) শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত (শবে বরাত)

১. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩/৪৪৫, হাদিসঃ ৩৬৯৩
২. শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৮৭, হাদীসঃ ৩৪৩৮
৩. ফয়যুল ক্বাদীর, ৬/৩৮, হাদীসঃ ৮৩৪২
৪. ফাযায়েলুল আওকাত, ১/৩১২, হাদীসঃ ১৫০

"আল্লাহ পাকের হাবীব হুযুর পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে এবং অর্ধ শা'বানের রাত তথা শবে বরাতের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, সে ব্যক্তির অন্তর ঐদিন মরবে না বা পেরেশান হবে না যে দিন সকলের অন্তর পেরেশান থাকবে"। (মুকাশাফাতুল কুলুব)

### শবে বরাতের নামায

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ যখন শবে বরাত আসে তখন রাতে নামায পড় এবং দিনে রোজা রাখ।

১. সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৪৪৪, হাদীসঃ ১৩৮৮
২. তাফসীর শা'লবী, ৮/৩৪৯
৩. আখবারুল মাক্কাহ, ৩/৬৬, হাদীসঃ ১৮৩৭

## শবে বরাতে মক্কাবাসীদের আমল

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، خَرَجَ عَامَّةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلُّوا، وَطَافُوا، وَأَحْيَوْا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى الصَّبَاحَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،

যখন শবে বরাত আসতো তখন মক্কাবাসীদের সকল নারী পুরুষ মসজিদে চলে যেত। তাঁরা নামায পড়ত ও কা'বা শরীফ তাওয়াফ করত। তাঁরা মসজিদে হারামে সকাল পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করত।

১. আখবারুল মক্কা লিল ফাকেহী, ৩/৬৪

এই আমলটি যে কিতাবে আছে তা লিখা হয়েছে ২৭২ হিজরীতে যা এখন থেকে ১২০০ বছর আগে। অর্থাৎ শবে বরাতের আমলের প্রমাণ ১২০০ বছরেরও বেশি আগের। এটি নতুন কোন আমল নয়।

## শবে বরাত ও সাহাবায়ে কেরাম

শবে বরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীছসমূহের বর্ণনাকারীদের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবাও রয়েছেন। যাদের কয়েকজনের পবিত্র নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- ১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه)
- ২) হযরত আলী (رضي الله عنه)
- ৩) হযরত আয়শা (رضي الله عنها)
- ৪) হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه)
- ৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে অমর (رضي الله عنه)
- ৬) হযরত আবু মুসা আশআরী (رضي الله عنه)
- ৭) হযরত আউফ ইবনু মালিক (رضي الله عنه)
- ৮) হযরত মুআয ইবনু জাবাল (رضي الله عنه)
- ৯) হযরত আবু ছালাবাহ আল খুসানী (رضي الله عنه)
- ১০) কাছীর ইবনে মুররা আল হাজরমী (رضي الله عنه)

## শবে বরাত ও তাবেয়ী

শামের বিশিষ্ট তাবেয়ী যেমনঃ

- ১) হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহ.)
- ২) ইমাম মাকহুল (রহ.)

৩) লোকমান ইবনে আমের (রহ.) প্রমুখ উচ্চমর্যাদাশীল তাবেরীগণ শা'বানের পনেরতম রজনীকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এতে খুব বেশী বেশী ইবাদত ও বান্দেগীতে মগ্ন থাকতেন বলে গ্রহণযোগ্য মত পাওয়া যায়।

### শবে বরাত ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ

সিহাহ সিন্তার বাইরেও অনেক ইমামগণ তাদের জগতবিখ্যাত বড় বড় হাদীসগ্রন্থে শবে বরাত ও তার ফজীলত নিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

- ১। ইমাম তাবরানী রচিত "আল কাবীর" এবং "আল আওসাত"
- ২। ইমাম ইবনে হিব্বান রচিত "সহীহ ইবনে হিব্বান"
- ৩। ইমাম বায়হাকী রচিত "শুআবুল ঈমান"
- ৪। হাফেয আবু নুআইম রচিত "হিলয়া"
- ৫। হাফেয হায়ছামী রচিত "মাজমাউয যাওয়ায়েদ"
- ৬। ইমাম বাযযার তাঁর "মুসনাদ" এ
- ৭। হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী রচিত "আততারগীব ওয়াত-তারহীব"
- ৮। ইমাম আহমদ তাঁর "মুসনাদ" এ
- ৯। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা
- ১০। হাফেয আব্দুর রাজ্জাক এর "মুসান্নাফ" এ

### শবে বরাত ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম

শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে মুহাদ্দিসীনে কেরামেরা বরাবরই সনদসহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন এ রাতে সাহাবারা, সলফে সালেহীনরা ইবাদতে মগ্ন থাকতেন বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এসব মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ

- ১। হাফিয নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল হাইসামী (রহ.)
- ২। হাফিয ইবনে রজব আল হাম্বলী (রহ.)
- ৩। ইবনু হিব্বান (রহ.)
- ৪। আদনান আবদুর রহমান (রহ.)
- ৫। ইমাম বায়হাকী (রহ.)
- ৬। হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী (রহ.)
- ৭। ইমাম বাযযার (রহ.)
- ৮। ইমাম উকায়লী (রহ.)
- ৯। ইমাম তিরমিযী (রহ.)

১০। হামযা আহমাদ আয যায়্যান (রহ.)

১১। ইমাম যুরকানী (রহ.)

১২। আল্লামা ইরাকী (রহ.) প্রমুখ।

### শবে বরাত ও অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীন

উপরে উল্লেখিত সাহাবা, তাবেয়ীন, মুফাসসিরে কেরাম, মুহাদ্দিসীনরা ছাড়াও অনেক বড় বড় বুজুর্গানে দ্বীনও শবে বরাতের ফজীলত স্বীকার করেছেন এবং এ দিনে অনেক নফল ইবাদত করেছেন। যেমনঃ

১। উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)

২। ইমাম আল শাফী (রহ.)

৩। ইমাম আল আওয়ামী (রহ.)

৪। আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.)

৫। হাফিয যয়নুদ্দীন আল ইরাকী (রহ.)

৬। আল্লামা ইবনুল হাজ্ব আল মক্কী (রহ.)

৭। ইমাম সুযুতী (রহ.)

৮। ফিক্বহে হানাফীর ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আলী আল হাসকফী (রহ.)

৯। ইমাম নববী (রহ.)

১০। হাম্বলী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফক্বীহ আল্লামা শায়খ মানসূর ইবনু ইউনুস (রহ.)

১১। আল্লামা ইসহাক ইবনুল মুফলিহ (রহ.)

১২। আল্লামা ইবনু নুজাইম হানাফী (রহ.)

১৩। আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার ইবনু আলী আশ-শারাম্বলালী আল হানাফী (রহ.)

১৪। আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

১৫। আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ী (রহ.)

১৬। শায়খ আলা উদ্দীন আবুল হাসান আল হাম্বলী (রহ.)

১৭। মোল্লা আলী কারী (রহ.)

১৮। ইমাম গাযালী (রহ.)

১৯। হযরত আব্দুল ক্বাদের জ্বীলানী (রহ.)

২০। ইমাম মুহাম্মদ আল জাযারী (রহ.)

২১। মাওঃ ইসলামুল হক্ব মুযাহেরী (রহ.)

২২। শায়খুল আদব হযরত আল্লামা এযায আলী (রহ.)

২৩। ইমাম আহমাদ (রহ.)

### শবে বরাত ও কিতাব

মুসলিম বিশ্বের মহামনীষীগণ কুরআন করীমের নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ, হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং প্রায় বড় বড় আলেম নিজেদের রচিত কিতাবাদীতে কেউ সংক্ষেপিত

আকারে কেউ বা সবিস্তারে শবেবরাতের ফজীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা যেমন শবেবরাতে করণীয় ও বর্জনীয় দিকসমূহ আপন আপন গ্রন্থে লেখেছেন তেমনি বাস্তব জীবনে রাতটিকে কিভাবে চর্চায় আনা হবে তার নমুনা দেখিয়ে গেছেন। যেমনঃ

ক) পাঁচশত হিজরীর ইমাম গাযালী (রহ.) রচিত **এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (الدين علوم احياء)**

খ) ৬০০ হিজরীর প্রারম্ভে হযরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জ্বীলানী (রহ.) এর **গুনিয়াতুত তালেবীন (الطالبين غنية)**

গ) ৭০০ হিজরীর ইমাম মুহাম্মদ আল জাযারী (রহ.) এর **আদদুআউ ওয়াস সালাত ফী যওইল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ (والسنة القرآن ضوء في الصلوة الدعاء)**

ঘ) ৭০০ হিজরীর ইমাম আবু জাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী (রহ.) এর **রিয়াদুস সালাহীন (الصالحين رياض)**

ঙ) এগারশত হিজরীর শায়েখ আব্দুল হক্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর **মা ছাবাতা বিস সিন্নাহ (بالسنة ثبت ما)**

### শবে বরাতের রাতে যে সকল লোকের আমল কবুল হয় না

এমন লোকের সংখ্যা প্রায় এগার সেগুলি হলঃ

১. মুশরিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে যে কোন প্রকারের শিরকে লিপ্ত হয়
২. যে ব্যক্তি কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী
৩. আত্মহত্যার ইচ্ছা পোষণকারী
৪. যে ব্যক্তি অপরের ভাল দেখতে পারে না অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতায় লিপ্ত



৫. যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, চাই তা নিকটতম আত্মীয় হোক বা দূরবর্তী আত্মীয় হোক
৬. যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়
৭. যে ব্যক্তি মদ্যপানকারী অর্থাৎ নেশাকারী
৮. যে ব্যক্তি গণকগিরি করে বা গণকের কাছে গমণ করে
৯. যে ব্যক্তি জুয়া খেলে
১০. যে ব্যক্তি মাতা-পিতার অবাধ্য হয়
১১. টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী পুরুষ ইত্যাদি ব্যক্তির দুআও তওবা না করা পর্যন্ত কবুল হয় না।

তাই শবে বরাতের পূর্ণ ফযীলত ও শবে বরাতের রাতে দুআ কবুল হওয়ার জন্য উল্লেখিত কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে খাঁটি দিলে তওবা করা উচিত। অন্যথায় সারারাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করেও কোন লাভের আশা করা যায় না।

অনেকে উপরে উল্লেখিত শবে বরাত সম্পর্কিত কিছু হাদীসকে দ্বয়ীফ বলে শবে বরাতকে বিদায়ত বলে থাকেন। দ্বয়ীফ হাদীছের ব্যাপারে নিচে আলোচনা করা হলঃ

### দ্বয়ীফ হাদীছঃ

যে হাদীছের রাবী হাসান হাদীছের রাবীর গুণ সম্পন্ন নন তাকে দ্বয়ীফ হাদীস বলা হয়। হযুর পাক ﷺ কোন কথাই দ্বয়ীফ নয় বরং রাবীর দুর্বলতার কারণে হাদীছকে দ্বয়ীফ বলা হয়। দ্বয়ীফ হাদীসের দুর্বলতার কম বা বেশী হতে পারে। কম দুর্বলতা হাসানের নিকটবর্তী আর বেশী হতে হতে মওজুতে পরিণত হতে পারে। এ ধরনের হাদীছ আমলে উৎসাহিত করার জন্য বর্ণনা করা যেতে পররে বা করা উচিত। তবে আইন প্রণয়নে গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম ইবনে হুমাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"দ্বয়ীফ হাদীছ যা মওজু নয় তা ফজিলতের আমল সমূহে গ্রহণযোগ্য"

(ফতহুল ক্বাদীর)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا

"সকলেই একমত যে দ্বয়ীফ হাদীছ ফজিলত হাসিল করার জন্য আমল করা জায়েজ আছে।"

(আল মওজুআতুল কবীর, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, দ্বয়ীফ হাদীছ ফজিলত হাসিল করার জন্য আমল করা জায়েজ আছে। তবে দ্বয়ীফ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত সকল আমল মুস্তাহাব।

যেমনঃ আল্লামা ইব্রাহিম হালবী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর গুলিয়াতুল মুস্তামালী ফি শরহে মুনিয়াতুল মুছাল্লি কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

"গোসলের পরে রুমাল (কাপড়) দিয়ে শরীর মোছা মুস্তাহাব। হযরত আয়িশা ছিদ্বীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে - আল্লাহ পাকের হাবীব হযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটুকরা কাপড় (রুমাল) ছিল যা দিয়ে তিনি অযুর পরে শরীর মুবারক মুছতেন"

(তিরমিযি শরীফ)

এটা দ্বয়ীফ হাদীছ। কিন্তু ফজিলত হাসিল করার জন্য আমল করা যাবে।  
হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর আল মওজুআতুল  
কবীরের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলেন,

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتَّفَاقًا وَلِذَا قَالَ أَتَمُّنَا إِنْ مَسَّحَ الرِّقَبَةَ مُسْتَحَبٌّ  
أَوْ سَنَةً

"সকলে একমত যে দ্বয়ীফ হাদীছ ফজিলত হাসিল করার জন্য আমল করা জায়েজ আছে। এজন্য আমাদের আইন্মায়ি কিরামগণ বলেছেন, অযুর মধ্যে গর্দান মসেহ করা মুস্তাহাব।" তার মানে অযুর মধ্যে গর্দান মসেহ করা -এটি দ্বয়ীফ হাদীছ।

সুতরাং যারা শবে বরাতের হাদীস সংক্রান্ত কিছু দলিলকে দ্বয়ীফ হাদীছ বলে শবে বরাত পালন করা বিদায়াত বলে তাদের এধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল।

## হযর (স) ঐর কারণে পুরো কায়েনাত সৃষ্টি হয়েছে

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَتَفَخَّخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَيَّ اسْمَكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম রাউফুর রাহীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ যখন হযরত সাইয়্যিদুনা আদম (আ) ঐর পদস্থলন হল তখন তিনি আল্লাহ তায়ালায় দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে মুহাম্মদ (স) ঐর ওয়াসীলায় তওবা করছি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ (য) ইরশাদ করলেনঃ হে আদম! তুমি মুহাম্মদ (স) কে কিভাবে চিনলে? আমি তো তাকে এখনো সৃষ্টি করিনি। হযরত আদম (আ) আরয করলেনঃ হে আমার রব! আমি এইভাবে চিনেছি যে, যখন তুমি আমাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন আর নিজের রুহ আমার মধ্যে ফুঁকে দিলে তখন আমি মাথা উঠিয়ে আরশের পায়ায় লিখিত দেখেছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সুতরাং আমি বুঝলাম যে, তুমি নিজের পাক নামের সাথে এমন একজনের নাম মিলিয়েছ যে তোমার নিকট পুরো মাখলুকাতের চাইতে প্রিয়। আল্লাহ (য) বলেনঃ হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকট সমস্ত মাখলুকাতের চাইতে প্রিয়। আর যখন তুমি তাঁর ওসীলায় দরখাস্ত করছ, তো আমি মারফ করলাম। যদি তিনি না হতেন তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। (আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, ২/৬৭২, হাদীসঃ ৪২২৮)

এই হাদীসটি বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কিরাম

১. ইবনে তায়মিয়া (ও. ৭২৮হি) নিজের ফতোয়া ১/২৫৪
২. ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ১/৮১
৩. ইবনুল জওজী, (ও. ৫৯৭হিঃ), আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃঃ ২৬
৪. ইমাম কাজী ইয়ায (ও. ৫৪৪ হিঃ), আশ-শিফা, ১/২২৮
৫. ইমাম আহমদ কাস্তালানী, (ও. ৯২৩ হিঃ) মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া, ১/৮২
৬. ইবনে রজব হাম্বলী [ইবনুল কাইয়্যিমের ছাত্র] (ও. ৭৯৫হিঃ), লাতায়েফুল মাআরিফ, পৃঃ ১৬২
৭. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ও. ৯১১হিঃ), খাছায়েছুল কুবরা, পৃঃ ১৬, আদ-দুররুল মানছুর, ১/১৪২
৮. ইমাম মুহ্লা আলী ক্বারী হানাফী মক্কী (ও. ১০১৪হিঃ), শরহে কাসীদাতুল বুরদাহ, পৃঃ ৫৩, আল-মাওরিদুর রাভী, পৃঃ ৪৭
৯. ইমাম ফক্কীহ, তক্কীউদ্দীন সুবকী, শিফাউস সাকাম, পৃঃ ১৬১, ১৬২
১০. ইমাম নূরুদ্দীন সামছুদী, ওয়াফাউল ওয়াফা, পৃঃ ১৩৭১, ১৩৭২
১১. ইমাম হাযসমী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২৫৩
১২. ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী (ও. ১০৪৪হিঃ), আস-সিরাতুল হালবিয়া, ১/৩৫৪, ৩৫৫
১৩. ইমাম হাযতমী মক্কী (ও. ৯৭৪হিঃ), ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়াহ, পৃঃ ১৬০
১৪. ইমাম ইয়ুসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (ও. ১৩৫২হিঃ), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃঃ ১২৯
১৫. ইমাম ফাসী, মাতালিয়ুল মুসাররাত
১৬. ইমাম যুরকানী, শরহে মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া, ১/৪৪
১৭. ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী, তাজল্লীযুল ইয়াক্বীন, পৃঃ ৪১
১৮. মাওলানা আশরাফ আলী খানবী, নশরুত ত্বীব, পৃঃ ১৩, ১৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/৫২০

১৯. মাওলানা আবদুস সামী রামপুরী (হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর মুরীদ ও মাওলানা আশরাফ আলী খানবীর পীর ভাই), রাহাতুল ক্বলুব, পৃঃ ২৭
২০. মাওলানা আবদুল হাই লখনৌবী, আছারুল মারফুআহ, পৃঃ ৪৪
২১. ইমাম শায়বানী (ও. ৯৪৪হিঃ), হাদায়েকুল আনওয়ার

### হযরত ঈসা (আ) এঁর হাদীস

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عِيسَى أَمِنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ) এঁর নিকট ওহী নাযিল করলেন যে, (হে ঈসা!) তুমি ঈমান আন মুহাম্মাদ (স) এঁর উপর আর তোমার উম্মতদেরকে হুকুম দাও যে, যে মুহাম্মাদ (স) কে পায় সেও তাঁর উপর ঈমান আনে। কারণ যদি মুহাম্মাদ (স) না হতেন তাহলে আমি আদম (আ) কে সৃষ্টি করতাম না। যদি মুহাম্মাদ (স) না হতেন তাহলে আমি জান্নাত আর দোযখ কে সৃষ্টি করতাম না। আর আমি যখন আরশকে পানির ওপর সৃষ্টি করলাম তখন তা কাঁপতে লাগল। আমি তার ওপর “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” লিখে দিলাম আর তা স্থির হয়ে গেল।

ইমাম হাকেম বলেনঃ এই হাদীসের সনদ সহীহ (কিন্তু) বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস রিওয়ায়েত করেননি।

(আল-মুসতাদরাক লিল হাকেম, ২/২৭১, হাদীসঃ ৪২২৭)

### এই হাদীসটি বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণঃ

১. ইমাম ইবনুল জওজী (ও. ৫৯৭হিঃ), আল-ওয়াফা ব আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃঃ ৫৫
২. মুহাদ্দিস ফক্বীহ তক্বীউদ্দিন সুবকী, শিফাউস সাক্বাম ফী যিয়ারাতি খাইরিল আনাম

৩. শাইখুল মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (ও. ৯১১হিঃ), আল-খাছায়েছুল কুবরা, ১/৭
৪. ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (ও. ৯৭৪হিঃ), আল ফাতাওয়া আল হাদীসিয়াহ, পৃঃ ১৪০। তিনি আরও বলেনঃ “যেহেতু এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর মত সাহাবী থেকে সহীহ হিসেবে বর্ণিত সুতরাং এটা নবী করীম (স) পর্যন্ত মারফু’ হাদীসের হুকুম হবে।
৫. ইমাম ইয়ুসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী, শাওয়াহেদুল হক, পৃঃ ১৬৫
৬. ইমাম যুরকানী, শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, ১/৪৪
৭. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী (ও. ১০৫২হিঃ), মাদারেজুন নবুয়্যত, ১/১৯৪
৮. ইমাম যায়নী দাহলান, আস-সিরাতুননববীয়াহ, পৃঃ ৪
৯. মাওলানা আবদুস-সামী রামপুরী, রাহাতুল কুলুব, পৃঃ ১৮

### হযরত জীবরাঈল (আ) এঁর হাদীস

سَلَمَانَ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرٍ قَالَ هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: إِنَّ كُنْتَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فَقَدْ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا، وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَى مِنْكَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأَعْرِفَهُمْ كِرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، وَلَوْ لَأَكَّ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا

হযরত সালমান (রা) বলেন, জীবরাঈল (আ) নবী করীম (স) এঁর নিকট আসেন এবং বলেনঃ আপনার রব তায়ালা বলেনঃ যদি আমি ইবরাহীম (আ) কে খলীল বানিয়ে থাকি তাহলে আপনাকে হাবীব বানিয়েছি। আর আমি এমন কোন বস্তু তৈরী করি নি যা আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক নিকটবর্তী। আমি দুনিয়া আর দুনিয়াবাসীদের এই জন্য তৈরী করেছি যাতে তারা আমার নিকট আপনার শান-মান ও আপনার মা'রেফত ক্রীপ তা জানতে পারে। যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।

(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১/৫৫)

### এই হাদীসটি বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণঃ

১. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুযুতী, (ইবনে আসাকিরের হাওয়ালায়) আল-খাছায়েছুল কুবরা, ২/১৯৩
২. ইমাম কাস্তালানী (ও. ৯২৩হিঃ), আল মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া, ১/৮৩
৩. ইমাম যুরকানী, শরহে মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া। তিনি এই হাদীসের শরহতে কোন আপত্তি করেননি বরং তিনি ইবনে আসাকিরের ইলমে হাদীসের অবস্থান ও বিশ্বস্ততার বর্ণনা করেছেন।
৪. ইমাম আহমদ ফাসী, মাতালিয়ুল মুসিররাত
৫. ইমাম মুহাম্মাদ ইয়ুসূফ সালেহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৫৭
৬. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, আল মাওরিদুর রাভী, পৃঃ ৪৮
৭. ইমাম ইসমাঈল নাবহানী, হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃঃ ১২৯; মজমুয়াউল আরবাসীন, পৃঃ ৮৭

### হযরত আলী (রা) এর হাদীস

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَعَزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ لَأَكَّ مَا خَلَقْتُ أَرْضِي وَلَا سَمَائِي، وَلَا رَفَعْتُ هَذِهِ الْخَضِرَاءَ، وَلَا بَسَطْتُ هَذِهِ الْغُبْرَاءَ

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেনঃ আল্লাহ (য) বলেছেন, হে মুহাম্মাদ (স)! আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কসম! যদি আপনি না হতেন তো আমি আমার যমীন ও আসমান সৃষ্টি করতাম না। না আমি আসমানকে উচ্চ করতাম আর না যমীনকে ছড়িয়ে দিতাম।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৭৫)

### এই হাদীসটি বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণঃ

১. ইমাম ইয়ুসূফ সালেহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৫৭
২. মাওলানা আবদুস সামী রামপুরী (হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ) এর মুরিদ), রাহাতুল কুলুব, পৃঃ ১৯
৩. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা, তাজাল্লিউল ইয়াক্বীন, পৃঃ ৪৯
৪. ইমাম যুরকানী, শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১/৪৪

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এঁর হাদীস

ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَّالِي لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ (য) বলেন, আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কসম! যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি জান্নাত সৃষ্টি করতাম না। যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।

(আল-ফিরদাউস লিল দায়লামী, ৫/২২৭, হাদীসঃ ৮০৩১)

## এই হাদীসটি বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণঃ

১. ইমাম দায়লামী (ও. ৫০৯হিঃ), আল মুসনাদুল ফিরদাউস, ৫/২২৭, হাদীসঃ ৮০৩১
২. ইমাম আলাউদ্দীন আলী আল হিন্দি (ও. ৯৭৫হিঃ), কানযুল উম্মাল, ১১/৪৩১, হাদীসঃ ৩২০২৫
৩. আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা, তাজাল্লিউল ইয়াকীন, পৃঃ ৪৪
৪. ইমাম ইয়ুসূফ সালেহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৫৭
৫. ইমাম যুরকানী, শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১/৪৪
৬. আল্লামা আবদুল হাই লখনৌবী, আল আছারুল মারফুয়াহ, পৃঃ ৪৪, ৪৫
৭. মোল্লা আলী ক্বারী, আল আসরারুল মারফুয়াহ, পৃঃ ১৯৪

## ইমাম আবু হানীফাহ (র)

أَنَّ الَّذِي لَوْلَاكَ مَا خُلِقَ أَمْرٌ

كَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرَى لَوْلَاكَ

যদি আপনি না হতেন তাহলে কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা হত না। বরং আপনি না হলে কোন মাখলুকই সৃষ্টি হত না। (কাসীদা-ই-নুমান, শে'র নাম্বারঃ ২)

## ইমাম আজলুনী বলেন

لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ قَالَ الصَّغَانِي مَوْضُوعٌ، وَأَقُولُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

حَدِيثًا



ইমাম ছাগানী বলেছেন, এলাহাদীসটি মওদু (জাল)। কিন্তু আমি (ইমাম আজলুনী) বলিঃ হাদীসটির অর্থ সহীহ (বিশুদ্ধ)। যদিও এগুলো হাদীসের শব্দ নয়। (ইমাম আজলুনী, কাশফুল খাফা, ২/২১৪)

### গুরুত্বপূর্ণ নোটঃ

একটি হাদীসের দুইটি অংশ থাকে। একটি সনদ আরেকটি হল মতন। হাদীসের সহীহ, হাসান, গরীব, যযীফ, শায়, মুরসাল, মুদ্বাল্লাল ইত্যাদি হওয়া নির্ভর করে সনদের ওপর। মতনের ওপর নয়। সুতরাং শুধু সনদের ওপর নির্ভর করলেই সব সময় সঠিক জিনিস পাওয়া যায় না। ইলমে হাদীসের সকল শিক্ষার্থী-ই এটি জানেন। এমন আরো হাদীস আছে যেগুলো সনদের বিচারে মওদু (জাল) কিন্তু অর্থ সহীহ। যেমনঃ-

الْقَلْبُ يَبْتَ الرُّبَّ

"কলব হচ্ছে আল্লাহর ঘর।" হাদীস হিসেবে এটির কোন ভিত্তি নেই। তবে এর অর্থ সহীহ (সঠিক)। (আল-আসসারুল মারফুআহ, ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, ১/২৬০)

এরূপ- "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ"। এটিও হাদীস নয় তবে মাযমুন সঠিক।

### ইমাম ইবনুল জওযীঃ

ইমাম ইবনুল জওযী তাঁর কিতাব "আল-মাওলিদিল উরুস" -এ বলেনঃ

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: تَادَّبْ يَا قَلَمُ! وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِي  
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ হে কলম! আদব (সম্মান) কর। আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কসম! যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) না হতেন তাহলে আমি তামাম মাখলুকাতের একটি জিনিসও সৃষ্টি করতাম না।

এই মর্মে আরও যারা হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে-সানী বলেনঃ

لَوْ لَاهُ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْخَلْقَ وَلَمَا أَظْهَرَ الرُّبُوبِيَّةَ

যদি হুযুর আনওয়ার (স) না হতেন তাহলে আল্লাহ (য) কোন মাখলুক সৃষ্টি করতেন না আর তাঁর রুবুবিয়ত (রব হওয়া) প্রকাশ করতেন না। (মকতুবাত শরীফ, মকতুব নং- ৪৪)

**যমানার বায়হাকী মুফাসসির কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী বলেনঃ**

وفي الحديث القدسي لولاك لما خلقت الافلاك ولما أظهرت الربوبية

হাদীসে কুদসীতে আছে- “যদি (হে আমার হাবীব!) আপনি না হতেন তাহলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না। এবং আমার রুবুবিয়্যতের (রব হওয়া) প্রকাশ করতাম না। (তাফসীরে মাযহারী, ১০/৩০৩)

**শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী -এঁর দৃষ্টিতে হাদীসে লাওলাকঃ**

আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী করীম (স) এঁর ওপর আল্লাহ (য) এঁর একটি খাস (বিশেষ) নযর (দৃষ্টি) আছে। আর যেন এটাই সেই নযর যা হল উদ্দেশ্য পূরণ। হুযুর (স) এঁর জন্য আল্লাহ তায়ালা এই বানী “আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না” স্বরণ করলে আমার মধ্যে ঐ নযরের জন্য আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়। আর আমার ঐ নযরের জন্য মোহাব্বত হয়ে যায়। (শাহ ওয়ালীযুল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী, ফুযুযুল হারামাঈন)

**আরও যারা বর্ণনা করেছেনঃ**

১. ইমাম ইসমাঈল হকী, তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৫/৫২৯
২. হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মুনেরী, ছেহ ছদী, পৃঃ ৪৪৯
৩. ইমাম জালালুদ্দীন রুমী, মসনবী শরীফ
৪. ইমাম সাখাবী, আল ক্বওলুল বদী, পৃঃ ১২৪
৫. শেখ সা'দী, বোস্তা, পৃঃ ৭
৬. আল্লামা আবদুর রহমান জামী, তুহফাতুল আহরার, পৃঃ ১৭

# الْفُيُوضَاتُ الْوَجِيهِيَّةُ مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ

আল ফুযুযাতুল ওয়াজীহিয়া মিনাল আহাদীসিন নববিয়াহ

(কিতাবুত তাহারাতি)

ওযুর ফযীলত

بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

১. হযরত আবু মালিক আল আশ'আরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ পবিত্রতা ঈমানের অংশ।<sup>১</sup>

## ওযুর নিয়ম

عَنْ حُمْرَانَ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَأْنَاءَ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

<sup>১</sup> \* সহীহ মুসলিম, ১/২০৩, কিতাবুত তাহারাতি, বাব ফাদ্বলিল ওজু, ১/২০৩, হাদীসঃ ২২৩  
 \* মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ১/১৪, হাদীসঃ ৩৭  
 \* মুসনাদে আহমদ, ৩৭/৫৩৬, হাদীসঃ ২২৯০২

২. হযরত হুমরান (রহ.) (তাবেয়ী) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উসমান ইবন আফফান (رضي الله عنه) -কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিযে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উযু করবে, তারপর দু রাকআত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। <sup>২</sup> (বুখারী ও মুসলিম)

## ওযুর অঙ্গগুলি তিনবার ধৌত করা এবং আলাদাভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া

عَنْ شَقِيقِ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ مِنَ الْاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩. হযরত শাক্কীক ইবনে সালামাহ (রহ.) (তাবেয়ী) বলেনঃ আমি হযরত উসমান ইবনে আফফান (رضي الله عنه) কে দেখেছি তিনি (ওযুর অঙ্গগুলি) তিনবার ধৌত করে ওযু করেছেন এবং পৃথকভাবে কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন (অর্থাৎ একই সাথে কুলি করেননি

<sup>২</sup> \* সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওজু, বাব ওজু সালাসা সালাসা, ১/৪৩, হাদীসঃ ১৫৯

\* সহীহ মুসলিম, কুতাবুত ত্বাহারাত, বাবু সিফাতিল ওজু ও কামালাতি, ১/২০৫, হাদীসঃ ২২৬

\* মুসনাদে আহমদ, ২/৫, হাদীসঃ ২১০৭

\* সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১/৮৯, হাদীসঃ ২৪৪

ও নাকে পানি দেননি)। তিনি (হযরত উসমান ইবনে আফফান রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সঃ এইভাবেই ওয়ু করেছেন।<sup>৩</sup>

মাকদেসী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেনঃ **إِسْنَادُهُ حَسَنٌ** অর্থাৎ হাদীসটির সনদ হাসান।

অন্য হাদীসে হযরত আলী মুরতাদ্বা রাঃ থেকেও একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (সহীহ লি ইবনুস সাকান)

### ওযুতে দাড়ি খিলাল করা

**عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ**

৪. হযরত উসমান ইবনে আফফান বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সঃ (ওযুতে) দাড়ি খিলাল করতেন।<sup>৪</sup>

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতের আছেন-

**عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ**

৫. হযরত ইবনে উমর রাঃ এবং ইমাম মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সঃ যখন অযু করতেন তখন দাড়ি খিলাল করতেন। অযুতে খিলাল করার বর্ণনাকারীঃ

- হযরত উসমান ইবনে আফফান রাঃ
- ইমাম হুসাইন রাঃ [আত-তুহুর লি কাসেম ইবনে সাল্লাম]
- ইমাম মুজাহিদ (রহ.) [মুসনাদে ইবনে জা'দ]
- হযরত ইবনে উমর রাঃ [মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ]

<sup>৩</sup> \* মাকদেসী, আহাদিসুল মুখতার, ১/৪৭২, হাদীসঃ ৩৪৭

\* শরহুস সুন্নাহ লিল বাগতী, ১/৪৩৬

<sup>৪</sup> \* সুনানে তিরমিযী, ১/৪৬, হাদীসঃ ৩১

\* মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ১/২০, হাদীসঃ ১০০

## পাগড়ী ও মোজার ওপর মাসেহ করা

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ

৬. হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করেন। তিনি মাথার সম্মুখভাগ, পাগড়ীর ওপর এবং পায়ের মোজা দুইটির ওপর মাসেহ করেন।<sup>৫</sup>

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী তাঁর মুয়াত্তায় বলেনঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করার প্রচলন ছিল যা পরে রহিত হয়ে যায়। [ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার লি সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী]

!!! আলহামদুলিল্লাহ !!!

হাসেমী রিসার্চ একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে-

**তাকসীরে-ই-জালালাইন**

(আরবী)

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৩০

হাদীস: ৬৫০/=

এবং

**আল মুসতাদরাকরাক লিল হাকেম আলাস সহীহাইন**

(আরবী)

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৮৫০

হাদীস: ২২০০/=

<sup>৫</sup> \* সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল মাসহি আলান নাসিয়াতি ওয়াল ইমামাহ, ১/২৩১, হাদীস: ২৪৭

\* নাযায়ী, ১/৭৬, হাদীস: ১০৮



কে কোথায় হারিয়ে যাবে  
কেউ কোনদিন জানেনা  
গেলে কি আবার ফিরে আসে?  
দাদা গেল যে পথ ধরে  
বাবা যাবে অনুরূপ ভাবে  
আমাকেও যেতে হবে  
মাটির বাস্তু পড়ে রবে  
মানুষ তারে পুতে রাখবে  
কবর সমাধি তারে বলে  
যাওয়ার সময় বলনা তুমি  
ভাড়া না দিয়া ছাড়লা বাড়ি  
ধন্যবাদ তো দিলেই না  
বাসা বাড়ি নষ্ট করলা  
গোসল করায় আমার বাড়ি  
সাবান আতর চন্দন মাখি  
নতুন কাপড় পরিধান করে  
জেল হাজতের হাতকড়ি পড়ে  
আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা  
দুনিয়ার সম্পদ দেয়না এক কাত্রা  
খালি হাতে সম্পদ রেখে  
আত্মীয় সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে  
সুদীর্ঘ পথের যাত্রী হয়ে  
খালি পায়ে যেতে হবে  
ভোগ বিলাস আর কি আছে?  
একা আইছে একাই যাবে  
তোমার মধ্যে আর কি সে আসবে?  
তোমার পাখি গেল অচিনপুরে  
যেতে হবে অচিনপুরে  
একেলা একেলা  
তখন ভাংবে রসের মেলা